

ফাযায়েলে হজ্বে বর্ণিত  
কবর থেকে হাত বের হওয়ার ঘটনা  
সৌদি আরবের কেন্দ্রীয় ফতোয়া বোর্ডের ফতোয়ার  
এলমি পর্যালোচনা

সংকলনে  
আহ্নাফ বিন আলী আহ্মাদ

Islamic Dawah & Education Academy (iDEA)

## সূচিপত্র

✚ ফাজায়েলে হজ্জে বর্ণিত ঘটনাটি -----	০৩
✚ সৌদী আরবের স্থায়ী গবেষণা ও ফতোয়া কমিটির ফতোয়া -----	০৩
✚ ফতোয়াটির লিঙ্ক -----	০৫
✚ এবার মূল আলোচনায় আসি -----	০৫
✚ সনদের মানদন্ডে ঘটনাটির অবস্থান -----	০৬
✚ আক্বিদার মানদন্ডে ঘটনাটির অবস্থান -----	০৭
✚ হাদীসের আলোকে কবরে নাড়াচড়া -----	০৮
✚ সালাফদের বর্ণনায় কবরে নাড়াচড়া -----	০৮
✚ শুধু হাত নয় পূর্ণ দেহ কবর থেকে বের হওয়ার ঘটনা হাদীসে রয়েছে -----	১০
✚ আক্বিদাগত কিছু মৌলিক কথা -----	১২
✚ ইবনুল কাইয়্যিম জাওয়িয়্যাহ এর কিতাবে বর্ণিত এ ধরনের ৩টি ঘটনা -----	১৪
✚ ইবনে তাইমিয়া রাহঃ এর বক্তব্য থেকেও বুঝা যায় যে আল্লাহ চাইলে মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ মানুষও চলে আসতে পারে -----	১৪
✚ শহীদ হওয়ার তিন দিন পরে পিতার সাথে মুসাফাহা -----	১৬
✚ যুক্তির মানদন্ডে ঘটনাটির অবস্থান -----	১৬

## ফাজায়েলে হজ্জে বর্ণিত কবর থেকে হাত বের হওয়ার ঘটনা এর এলমি পর্যালোচনা

### ফাজায়েলে হজ্জে বর্ণিত ঘটনাটি

শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রাহঃ এর লিখিত ‘ফাযায়েলে হজ্জ’ নামক কিতাবে (হজ্জের সাথে সম্পর্কিত) ‘নবী প্রেমের বিভিন্ন কাহিনী’ নামক শিরনামের অধিনে ১২ নম্বর কাহিনীটি নিম্নরূপ -

বিখ্যাত ছুফী ও বুজুর্গ হজরত শায়েখ আহমদ রেফায়ী (রাহঃ) ৫৫৫ হিজরী সনে হজ্জ সমাপন করিয়া জেয়ারতের জন্য মদিনায় হাজির হন। তিনি রওজা শরিফের সামনে দাড়াইয়া এ দুইটা বরাত পড়েন -

“দূরে থাকা অবস্থায় আমি আমার রূহকে হজুর (ছঃ) এর খেদমতে পাঠাইয়া দিতাম, সে আমার নায়েব হইয়া আস্তানা শরীফে চুম্বন করিত। আজ আমি সশরীরে দরবারে হাজির হইয়াছি। কাজেই হজুর আপন দস্ত মোবারক বাড়াইয়া দিন যেন আমার ঠোঁট তাহা চুম্বন করিয়া তৃপ্তি হাছেল করিতে পারে।”

বয়াত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবর শরীফ হইতে হাত মোবারক বাহির হইয়া আসে এবং হযরত রেফায়ী রাহঃ তাহা চুম্বন করিয়া ধন্য হন। বলা হয়, সেই সময়ে মসজিদে নববীতে নব্বই হাজার লোকের সমাগম ছিল। সকলেই বিদ্যুতের মত হাত মোবারকের চমক দেখিতে পায়। তাদের মধ্যে মাহবুবে ছোবহানী হজরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) ছিলেন। (ফাজায়েলে হজ্জ, পৃষ্ঠা ১৪০, ১৪১)

### সৌদী আরবের স্থায়ী গবেষণা ও ফতোয়া কমিটির ফতোয়াঃ

এ ঘটনাটি উল্লেখ করে এক ব্যক্তি সৌদী আরবের স্থায়ী গবেষণা ও ফতোয়া কমিটির নিকট কিছু প্রশ্ন করে। প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ -

১। এটি কী কোন সত্য ঘটনা নাকি ভিত্তিহীন গল্প?

২। সুযুতী রচিত “আল হাওয়ায়ী” কিতাবটির সম্বন্ধে আপনাদের মত কী যেটির মধ্যে এই কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে?

৩। যদি এই গল্প সঠিক না হয়, এমন কোন ঈমামের পেছনে নামাজ পড়া জায়েজ হবে কী যেই এই গল্পটি বয়ান ও বিশ্বাস করেন?

৪। এমন কিতাব কোন মসজিদের ধর্মীয় আলোচনা সভায় পড়া জায়েজ হবে কী, যেহেতু ব্রিটেনে তাবলীগ গ্রুপগুলি মসজিদে এই কিতাবটি পড়ে থাকে? এই বইটি সৌদী আরবেও ব্যাপক প্রচলিত, বিশেষ করে মদীনা মুনাওয়ারাতে কারণ এর লেখক দীর্ঘ সময়ের জন্য সেখানে বসবাস করতেন।

এর জবাবে সৌদি আরবের স্থায়ী গবেষণা ও ফতোয়া কমিটি যে ফতোয়া দেয় না নিম্নরূপ -

“এই গল্পটি মিথ্যা এবং একদম ভিত্তিহীন। মৃতব্যক্তি সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, নবী-রাসুল বা সাধারণ মুসলিম যেই হোন না কেন, তিনি তাঁর কবরে নড়া-চড়া করতে পারেন না। যে বর্ণনা করা হয় যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাফেঈ-র জন্যে বা অন্য কারো জন্যে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন - এটি সত্য নয়; বরং এটি একটি ভিত্তিহীন বিভ্রম, যা কোনমতেই বিশ্বাস করা উচিত নয়।

তিনি (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু বকর (রা) এর জন্যে তাঁর হাত বাড়িয়ে দেন নি, উমার (রা) এর জন্যে দেন নি, অথবা অন্য কোন সাহাবীর জন্যেও না। কারোই উচিত হবে না সুয়ুতীর কিতাব “আল-হাওয়ায়ী” থেকে এই কাহিনী বর্ণনা করে বিভ্রান্ত হওয়া, কেননা অনেক আলেমদের মতে, সুয়ুতী তার কিতাবে বর্ণিত বর্ণনা গুলোর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করেন নি। তাছাড়া, যে ঈমাম এ কাহিনী বিশ্বাস করে তার পেছনে সলাত আদায় করাও জায়েজ হবে না, কারণ সে তার আক্বিদাগত দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ এবং কুসংস্কারে বিশ্বাসী।

ফাজায়েলে আমল বা এই জাতীয় কিতাব মসজিদে বা অন্য কোথাও পড়া জায়েজ নয় যার মধ্যে কুসংস্কার রয়েছে এবং মানুষের কাছে মিথ্যা প্রচার করে, কারণ এসব মানুষকে বিভ্রান্ত করে ও তাদের মধ্যে কুসংস্কার ছড়ায়।

আল্লাহ সুবহানা ওয়া তাআলা যেন সকল মুসলিমদেরকে সত্যের পথে পরিচালিত করেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও উত্তরদাতা। আল্লাহ আমাদের সাফল্য দান করুন। আল্লাহ সুবহানা ওয়া তাআলার শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের উপর।”

(ফতোয়া নং ২১৪১২)

### ফতোয়াটির লিঙ্কঃ

আরবি ফতোয়ার লিঙ্ক

<http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3&View=Page&PageNo=5&PageID=11014&language=en&language=en>

ইংলিশ অনুবাদের লিঙ্ক

<http://alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?language=en&View=Page&PageID=10995&PageNo=1&BookID=7#P284>

বাংলা অনুবাদের লিঙ্ক

<http://www.shottanneshi.com/fazail-e-amol-pora-jabe-ki/>

## এবার মূল আলোচনায় আসি

এতক্ষন আমরা ‘ফাজায়েলে হজ্বে’ বর্ণিত ঘটনাটি এবং এর বিপরীতে সৌদি আরবের কেন্দ্রিয় ফতোয়া বোর্ডের ফতোয়া দেখলাম। এবার আমরা হুজ্জতের(দলিলের) আলোকে এ ফতোয়া কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা যাচাই করবো ইনশাআল্লাহ।

বাংলাদেশের আহলে হাদীসরাই মূলত এ ফতোয়া পেশ করে সাধারণ মানুষদের দাওয়াত ও তাবলীগের মত আজিমুস্বাস কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। যদিও তারা সর্বদা তাদের এ লমি অযোগ্যতার কারণে তাকলীদের বিপরীতে ইতিবাকে পেশ করে থাকে কিন্তু এ ফতোয়ার ক্ষেত্রে তারা ইতিবাকে ফেলে তাকলিদের পথকেই বেছে নিয়েছে। কারণ এ ফতোয়ায় কোন দলিল পেশ করা না হলেও তারা একে ওহির মত প্রচার করে যাচ্ছে। এবার আমরা এ ফতোয়াকে দলিলের মানদণ্ডে যাচাই করবো ইনশাআল্লাহ।

সৌদী আরবের স্থায়ী গবেষণা ও ফতোয়া কমিটির ফতোয়া বনাম সহীহ এলমি তাহকিক  
সনদের মানদণ্ডে ঘটনাটির অবস্থান

(১) সৌদি ফতোয়া বোর্ডের মত - “ এই গল্পটি মিথ্যা এবং একদম ভিত্তিহীন ”।

আমাদের কথাঃ কোন একটি রেওয়াজেত কখন মিথ্যা এবং একদম ভিত্তিহীন হয় ? যখন এর কোন সনদ থাকে না। তাই এ ঘটনার সনদের আলোচনা আগে হওয়া দরকার। এরপর এ ঘটনার ব্যাপারে আকীদাগত আলোচনায় আগাবো ইনশাআল্লাহ।

*ঘটনাটির সনদঃ*

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী(রহ) তার শায়েখ কামাল উদ্দিন থেকে, তিনি শায়েখ শামসুদ্দিন জাযিরী থেকে, তিনি শায়েখ যানুদ্দিন থেকে, তিনি শায়েখ ইয়ুদ্দিন আহমদ ফারুকী থেকে, তিনি তাঁর পিতা শায়েখ আবু ইসহাক ইবরাহীম থেকে ও তিনি তাঁর শায়েখ ইয়ুদ্দিন ওমর (রহ) এর সনদে তাঁর কিতাব "শরফে মুখতেম" নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সাইয়েদ আহমাদ কবীর রেফায়ী(রহ) এর "আল-বুরহানুল মুয়াইয়াদ" নামক কিতাবের ভূমিকায় এই কাহিনী আছে।

এ সনদে এমন একজন রাবিও নেই যার জন্য এ ঘটনা ভিত্তিহীন বলে দেওয়া যায়। বরং এর মধ্যে অনেকেই হাদীসের বড় বড় ইমাম ছিলেন।

অন্যান্য যারা এ ঘটনাকে সঠিক জেনে তাদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন -

- ০১ তিরইয়াকুল মুহিব্বীন - শেখ তকী উদ্দীন ওয়াসেতী
- ০২ আন্বাফহাতুল মিসকিইয়্যাহ - শেখ ইজুদ্দীন
- ০৩ ওয়াযায়েফে আহমাদী - শেখ ছায়াদী
- ০৪ আততানবীর - আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী
- ০৫ তাবাকাতুল কাওয়াকিব - আল্লামা মানাবী
- ০৬ আত তাজকিরাহ - শেখ আততার
- ০৭ ইজাবাতুতদায়ী - শেখ আবুল কাসিম বরজঞ্জী
- ০৮ মানাকিবুস সালিহীন - ইমাম শারানী
- ০৯ রওয়াতুল ইয়ান - শেখ মুসেলী

- ১০ সেহাছল আখবার - শেখ সিরাজুদ্দীন রেফায়ী
- ১১ সাওয়াছল আইনাইন - ইমাম রাফেয়ী কাযবিনী
- ১২ বাহজাতুল কুবরা - শেখ মুহাম্মাদ ওয়াসেতী
- ১৩ আসরারে রাহমানী - শেখ সাবী মিসরী
- ১৪ আননাজমু সাব্বায়ী - শেখ ঈদ হুসাইনী
- ১৫ শারহুশ শিফা - আল্লামা খাফফাজী
- ১৬ উম্মুল বারাহীন - হাফেয মাজদ বিন কাসিম ওয়াসেতী
- ১৭ খাযানাতুল আসীর - শেখ আলী ওয়াসেতী
- ১৮ কানুসুল আশেকীন - শেখ আব্দুল মুনইম দামেস্কী
- ১৯ মজলিসে রেফায়ী - আল্লামা সামেরায়ী
- ২০ আততারীকাতুর রেফাইয়্যাহ - শেখ আব্দুল হুদা ছায়াদী
- ২১ মুকাদ্দিমাতুল বুরহান - শরফুদ্দীন ওয়াসেতী
- ২২ বুনইয়ানুল মুশাইয়্যাদ - আল্লামা যাকর আহমাদ উসমানী
- ২৩ কাশফুনেকাব - শেখ আব্দুল কাদের তাবারী
- ২৪ রবিউল আশেকীন - শেখ আলী হাদাদী
- ২৫ হায়াতুস সাইয়েদ রেফায়ী - শেখ ইউনুস সামেরায়ী

সনদের দিক দিয়ে এ ঘটনাকে আক্রান্ত করতে চাইলে সে চিন্তা অবশ্যই মাথা থেকে মুখে ফেলতে হবে। এ ঘটনার ব্যাপারে সৌদি ফতোয়া বোর্ড আক্বিদার ক্ষেত্রে যে সকল বাড়াবাড়ি করেছে তা দালিল সহকারে উল্লেখ করলে ব্যাপারটি একদম স্পষ্ট হবে যে এ ঘটনার সাথে না কোন আক্বিদাগত বিরোধ আছে আর না সনদগত বিরোধ।

### আক্বিদার মানদণ্ডে ঘটনাটির অবস্থান

(২) সৌদি ফতোয়া বোর্ডের জবাবঃ “ মৃতব্যক্তি সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, নবী-রাসুল বা সাধারণ মুসলিম যেই হোন না কেন, তিনি তাঁর কবরে নড়া-চড়া করতে পারেন না। যে বর্ণনা করা হয় যে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাফেঈ-র জন্যে বা অন্য কারো জন্যে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন - এটি সত্য নয়; বরং এটি একটি ভিত্তিহীন বিভ্রম, যা কোনমতেই বিশ্বাস করা উচিত নয়। ”

আমাদের কথাঃ

### হাদীসের আলোকে কবরে নাড়াচড়া

আমরা বলবো সৌদি ফতোয়া বোর্ডের এ কথা হুজ্জতের সাথে সাংঘর্ষিক। এ ফতোয়া প্রদানে যে শায়খগণ ছিলেন তাদের নিকট ছোট্ট একটি প্রশ্ন করতে চাই, রাসূল স. মিরাজের রাতে মুসা আ.কে তার কবরে 'দাড়িয়ে' নামাজ পড়তে দেখেছেন। মুসলিম শরীফসহ বহু হাদীসের কিতাবে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটি নিম্নরূপ -

مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেনঃ- যেই রাতে আমাকে মি'রাজে নেয়া হলো সেই রাতে যখন আমি মুসা (আ.) এর নিকট এলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি লাল বালুকাস্তপের নিকট স্থায়ী কবরে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন। ( দেখুনঃ- সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৯৮১। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১২৫০৪। সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ১৬৩১। )

মুসা আ. যে তার কবরে দাড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন, এটা কি আপনারা বিশ্বাস করেন, না কি অস্বীকার করেন? এটা কে সম্ভব বলেন না কি অসম্ভব বলেন? এটিকে কি কুসংস্কার বলে ছুড়ে ফেলার ফতোয়া দেন? এখানেতো কবরে নামাজ পড়ার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, আর নামাজ পড়লে হাত-পা তো অবশ্যই নড়বে। তাহলে আপনাদের কথা অনুযায়ী এধরনের ঘটনা বিশ্বাস করলে তার পিছে নামাজ হবে না। রাসূল স. মুসা আ. এর কবরে নামাজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন, রাসূল স. এর পিছে কি সাহাবাদের নামাজ হয়েছে? এধরনের ঘটনা বর্ণনা করে হাদীসের কিতাবগুলো কি উম্মতের মাঝে কুসংস্কার ছড়িয়েছে? হাদীসের কিতাব কি তাহলে উম্মতের আকিদা নষ্ট করেছে? আপনারা ফতোয়া দিয়েছেন, যেসব কিতাবে এই জাতীয় ঘটনা থাকবে সেগুলো পড়া জায়েজ নয়। তাহলে মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, সুনানে নাসায়ী পড়া কি বৈধ? আপনাদের ফতোয়াটি শুধু আহমাদ রিফায়ী রহ. এর ঘটনা সংশ্লিষ্ট নয়, আপনারা স্পষ্ট লিখেছেন, যেসব কিতাবে এজাতীয় ঘটনা থাকবে সেগুলো মসজিদে বা অন্য কোথাও পড়া জায়েয নয়।

### সালাফদের বর্ণনায় কবরে নাড়াচড়া

শুধুমাত্র হাদীস নয় এ ধরনের ঘটনা (কবরের মধ্যে নামাজ পড়া-নাড়াচড়া করা) পরবর্তিতে সালাফগণও বর্ণনা করেছেন। যেমন -



আল্লাহ মা আবু নুয়াইম নিজ সনদে ইয়াসার ইবনে হুবাইশ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন,

عن يسار بن حبيش عن أبيه قال أنا والذي لا إله إلا هو أدخلت ثابت البناني في لحده ومعى حميد ورجل غيره فلما سويانا عليه اللبن سقطت لبنه فإذا به يصلي في قبره فقلت للذي معى ألا تراه قال اسكت فلما سويانا عليه وفرغنا أتينا ابنته فقلنا لها ما كان عمل ثابت قال وما رأيتم فأخبرناها فقالت كان يقوم الليل خمسين سنة فإذا كان السحر قال في دعائه اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطينها فما كان الله ليبرد ذلك الدعاء

অর্থ: একমাত্র ইলাহ আল্লাহ তায়ালায় শপথ, আমি, হুমাইদ ও আরেক ব্যক্তি সাবেত আল-বুনানীকে দাফন করার উদ্দেশ্যে তার কবরে অবতরণ করি। আমরা যখন দাফন সমাধা করে কবরে ইট বিছিয়ে দিলাম। উপর থেকে একটি ইট সরে গেল। আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম যে সে কবরে নামায আদায় করছে। আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, তুমি তাকে দেখছো? সে বলল, চুপ করো। আমরা সঠিকভাবে দাফন সম্পন্ন করে তার মেয়ের নিকট এলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সাবেতের আমল কী ছিল? আমরা যা দেখেছি, তার কাছে বলা হল। সে বলল, সে পঞ্চাশ বছর যাবৎ রাত জেগে নামায আদায় করতো। ফজর হলে সে দুয়া করতো, হে আল্লাহ, আপনি যদি কবরে কাউকে নামায পড়ার সুযোগ দেন, তাহলে আমাকে সেই সুযোগ দিন। সুতরাং আল্লাহ তার দুয়া প্রত্যাখ্যান করেননি।

-আহওয়ালুল কুবুর, পৃ.৭০

-শরহুস সুদুর, জালালুদ্দীন সুয়ুতী, পৃ.১৮৮।

-মুখতাসারু সাফওয়াতিস সাফওয়া, খ.১, পৃ.২৯৬।

আশ্চর্যের বিষয় হল, সালাফীদের অনুসরণীয় শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী তার 'আহকামু তামান্নিল মাউত' কিতাবে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। আহকামু তামান্নিল মাউত শায়খ জদীর নিজের হাতের লেখা। এটি তাহকীক করেছে আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ সাদহান ও শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে জিবরী। এর ৪০ পৃষ্ঠায় এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

কবরের মধ্যে নড়াচড়ার কারণে যদি সৌদি ফতোয়াবোর্ড ফাজায়েলে হজ্জের বর্ণনার ক্ষেত্রে 'ভিত্তিহীন বিভ্রম, যা কোনমতেই বিশ্বাস করা উচিত নয়' বলতে পারে তাহলে কবরে নামায পড়ার (নাড়াচড়া করা) রেওয়াজেতে সমুহের ক্ষেত্রেও কি 'ভিত্তিহীন বিভ্রম, যা কোনমতেই বিশ্বাস করা উচিত নয়' বলা যাবে ??? তাহলেতো রাসূল স. থেকে বর্ণিত রেওয়াজের ক্ষেত্রেওতো এরকমটা বলতে হবে (নাউযুবিল্লাহ)।

শুধু হাত নয় পূর্ণ দেহ কবর থেকে বের হওয়ার ঘটনা হাদিসে রয়েছে

ফাজায়েলে হজ্জেতো শুধুমাত্র হাত বের হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামতো কবর থেকে সম্পূর্ণ দেহ বের হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি নিম্নরূপ -

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল স. বলেন,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَإِنَّهُ كَانَتْ فِيهِمْ الْأَعَاجِبُ ، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ ، قَالَ : خَرَجَتْ رُفْقَةٌ مَرَّةً يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ فَمَرُّوا بِمَقْبَرَةٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : لَوْ صَلَّيْنَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَوْنَا اللَّهَ لَعَلَّهُ يُخْرِجُ لَنَا بَعْضَ أَهْلِ هَذِهِ الْمَقْبَرَةِ فَيُخْبِرُنَا عَنِ الْمَوْتِ ، قَالَ : فَصَلُّوا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ دَعُوا ، فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ خِلَاسِيٍّ قَدْ خَرَجَ مِنْ قَبْرِ يَنْفُضُ رَأْسَهُ ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السَّجُودِ ، فَقَالَ : يَا هَؤُلَاءِ مَا أَرَدْتُمْ إِلَى هَذَا ؟ لَقَدْ مِتُّ مِنْذُ مِائَةِ سَنَةٍ فَمَا سَكَنْتُ عَنِّي حَرَارَةُ الْمَوْتِ إِلَى السَّاعَةِ ، فَادْعُوا اللَّهَ أَنْ يُعِيدَنِي كَمَا كُنْتُ " .

"তোমরা বনী ইসরাইলদের ঘটনা বর্ণনা করো। কেননা তাদের মাঝে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। এরপর রাসূল স. একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন,

একদা বনী ইসরাইলের কয়েকজন বন্ধু ভ্রমণে বের হল। তারা একটি কবরস্থান দিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা একে-অপরকে বলল, "আমর যদি, দু'রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে দুয়া করি, তাহলে আল্লাহ তায়ালা হয়তো কবরের কোন ব্যক্তিকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবেন। সে মৃত্যু সম্পর্কে আমাদেরকে বলবে।

তারা দু'রাকাত নামায আদায় করল। এরপর আল্লাহর কাছে দুয়া করল। হঠাৎ এক ব্যক্তি মাথা থেকে মাটি পরিষ্কার করতে করতে কবর থেকে বের হয়ে এল। তার কপালে সিঁজদার চিহ্ন ছিল। সে বলল, তোমরা কী চাও? আমি একশ বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছি। এখনও আমার দেহ থেকে মৃত্যুর যন্ত্রনা উপশমিত হয়নি। আল্লাহর কাছে দুয়া করো, যেন তিনি আমাকে পূর্বের স্থানে (কবরে) ফেরত পাঠিয়ে দেন"

যেসব বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাদীসটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

১. ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ., মান আশা বা'দাল মাউত। হাদীস নং ৫৮

২. মুসনাদে আব্দ ইবনে হুমাঈদ, হাদীস নং ১১৬৪
৩. ফাওয়াইদু তামাম আর-রাজী, হাদীস নং ২১৭
৪. আল-জামে লি আখলাকির রাবী, খতীব বাগদাদী, হাদীস নং ১৩৭৮
৫. আল-বাস, ইবনে আবি দাউদ, হা.৫
৬. আজ-জুহদ, ইমাম ওকী ইবনুল জাররাহ, হাদীস নং ৮৮
৭. আজ-জুহদ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.
৮. মাজালিস মিন আমালি ইবনে মান্দাহ, ইবনে মান্দাহ, হাদীস নং ৩৯৩
৯. আল-মাতালিবুল আলিয়া, ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হাদীস নং ৮০৭
১০. ফুনুনুল আজাইব, হা.১৯
১১. শরহুস সুহুর, জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহ. পৃ.৪২-৪৩

ঘটনাটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত। তামাম আর-রাজী এটি সরাসরি রাসূল স. থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হযরত জাবির রা. থেকে মওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যেটি মরফু এর হুকুমে। সুতরাং ঘটনার প্রামাণ্যতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

এবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম সম্পর্কে সৌদি ফতোয়াবোর্ড কি ফতোয়া দিবে ??? সকল ক্ষেত্রেই সৌদি আরবের ফতোয়া চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করে নিতে হবে ???!!!!

এ ঘটনার ক্ষেত্রে সৌদি ফতোয়া বোর্ডের কাছে কিছু প্রশ্নঃ

রাসূল স. এধরনের ঘটনা বর্ণনা করে উম্মতকে কুফুরী শিক্ষা দিয়েছেন? মুহাদিসগণ ঘটনাটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করে কুফুরী প্রচার করেছেন? বিখ্যাত ইমামগণ এই ঘটনার মূল বিষয় তথা কবর থেকে কেউ বের হয়ে কথা বলার উপর কোন আপত্তি করেননি। এটি অসম্ভব কিংবা এটি কুফুরী-শিরকী বলা তো দূরের বিষয়। সুতরাং নতুনভাবে এটাকে কুফুরী -শিরকী বলে সেসব ইমামদেরকে কেন অভিযুক্ত করছেন? ঘটনাটি যদি কুফুরী-শিরকী হয়, তাহলে যেসব মুহাদিস এই ঘটনা তাদের

কিতাবে উল্লেখ করেছেন, এবং এর উপর কোন অভিযোগ করেননি, তারা সকলেই কি কুফুরী-শিরকী করেছেন? মূল ঘটনা যদি কুফুরী-শিরকী হয়, তাহলে এর সনদ দেখার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, কুফুরী বিষয় বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হলেও কুফুরী, দুর্বল সনদে বর্ণিত হলেও কুফুরী। সুতরাং মূল ঘটনা যদি কুফুরী-শিরকী হয়, তাহলে উপর্যুক্ত ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ সম্পর্কে আপনাদের ফতোয়া জানতে চাই।

### ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়াহ এর কিতাবে বর্ণিত এ ধরনের ৩টি ঘটনাঃ

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়াহ (রাহঃ) শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহঃ এর খাছ শাগরেদ ছিলেন এবং তিনি বাংলাদেশের আহলে হাদীসদের কাছেও অনেক মান্যবর একজন আলেম। আমরা এখন দেখাবো যে ইবনুল কাইয়্যিম রাহঃ ও কবর থেকে সম্পূর্ণ মানুষ বের হওয়ার বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যার কিছু রাসূল স. থেকে বর্ণনা করা হয়েছে কিছু সাহাবী থেকে এবং কিছু সালাফদের থেকে।

#### ১ম ঘটনাঃ

ইবনুল কাইয়্যিম রাহঃ কিতাবুল কুবুর এর রেফারেন্সে তার কিতাবুর রুহ এ লেখেন -

এক ব্যক্তির চাক্ষুষ ঘটনাঃ

আল্লামা শা'বী রাহঃ এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামকে বললেন, (হে আল্লাহর রাসূল!) আমি বদরের পাশদিয়ে অতিক্রম করছিলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম এক ব্যক্তি মাটি ভেদ করে বের হচ্ছে এবং এক ব্যক্তি হাতে হাতুরী দিয়ে আঘাত করছে। পিটুনি খেতে খেতে সে মাটিতে ধুকে পড়ছে। আবার বের হচ্ছে, আবার ঢুকছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম বললেন এ হল আবু জাহল। কিয়ামত পর্যন্ত তাকে এরূপে শাস্তি প্রদান করা হবে। (কিতাবুর রুহ, পৃ-১০০)।

#### ২য় ঘটনা

ইবনুল কাইয়্যিম রাহঃ ইবনে আবদ দুনিয়ার রেফারেন্সে তার কিতাবুর রুহঃ কিতাবে ইবনে ওমর রাযিঃ এর একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন -

ইবনে ওমর রাঃ এর ঘটনাঃ

ইবনে ওমর রাযিঃ বলেন একবার আমি মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে সওয়ারীতে আরোহন করে যাচ্ছিলাম। আমার পিছনে আসবাব পত্র বাঁধা ছিলো। পথিমধ্যে এক কবর স্থানের পাশ দিয়ে গমনকালে হঠাৎ ভয়ানক দৃশ্য দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেলাম। এক ব্যক্তি কবর থেকে বের হল, যার সমস্ত শরীরে আগুন এবং গলায় শিকল। এ অবস্থায় তাকে হেচরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমাকে দেখে ওই ব্যক্তি বলছে, হে আব্দুল্লাহ্! আমার উপর পানি ছিটিয়ে দাও। আমি বলতে পারবো না সে আমাকে চিনে, না এমনিতেই আব্দুল্লাহ্(আল্লাহর বান্দা) বলে ডাকছে। ইত্যবসরে অপর এক ব্যক্তি বেরিয়ে এসে আমাকে বললো, হে আব্দুল্লাহ্! তার উপর পানি ছিটাবে না। অতঃপর তার জিজির ধরে হেঁচড়িয়ে কবরে নিয়ে গেল। (কিতাবুর রুহ, পৃ-১০০)

৩য় ঘটনাঃ

ইবনুল কাইয়্যিম রাহঃ তার কিতাবুর রুহ কিতাবে বর্ণনা করেন -

আবুত তাইয়াহ(রহ) বর্ণনা করেন,মুতাররাফ (রহ) প্রতিদিন প্রত্যুষে কবর যিয়ারাত করতেন। কিন্তু শুক্রবার রজনীর একাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর অন্ধকারে কবর যিয়ারাত করতেন। বলা হয় যে, তাঁর চাবুকটি রাতের আঁধারে জ্বল-জ্বল করত। একরাতে তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করে গোরস্তানে পৌঁছে দেখতে পেলেন,প্রত্যেক কবরবাসী স্ব স্ব কবরে উপবিষ্ট। তাঁকে দেখে সবাই সমস্বরে বলে উঠল,ইনি মুতাররাফ যিনি প্রতি শুক্রবার আমাদের কাছে আসেন। আমি (বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করলাম,তোমরাও কি শুক্রবার সম্পর্কে জানতে পার? তারা বলল,হ্যাঁ, ঐ দিন পাখিরা যাকিছু বলে,তাও শুনতে পাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, পাখিরা কি বলে? তারা বলল, পাখিরা বলেঃ সালাম,সালাম। (কিতাবুর রুহ, পৃঃ ৩)

এরকম আরো অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. ( ২০৮-২৮১ হিঃ)। তিনি একটি বিখ্যাত কিতাব লিখেছেন। কিতাবের নাম, মান আশা বা'দাল মাউত (মৃত্যুর পরে যারা জীবিত হয়েছেন)।পরবর্তীতে ইমাম বাইহাকী, ইবনে কাসীর, জালালুদ্দীন সূযুতী, ইবলিন কাইয়্যিম, ইবনে রজব হাম্বলীসহ অসংখ্য মুহাদ্দিস ও আলেম তার কিতাব থেকে বিভিন্ন ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং এ ধরনের কারামতে বিশ্বাস স্থাপন যেমন সালাফের মানহাজ, তেমন পরবর্তী আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

## আকিঁদাগত কিছু মৌলিক কথাঃ

আমরা বিশ্বাস করি, ওলীদের থেকে মৃত্যুর পূর্বে যেমন কারামত প্রকাশিত হতে পারে, তাদের মৃত্যুর পরেও কারামত প্রকাশিত হতে পারে। এটিই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা। মৃত্যুর পরে কারামত প্রকাশিত হবে না, বা হওয়া অসম্ভব, এজাতীয় ধ্যান-ধারণা রাখা কুরআন ও সুন্নাহের বড় একটি অংশ অস্বীকারের নামান্তর। একইভাবে নবীদের থেকে তাদের জীবদ্দশায় যেমন মু'জিয়া প্রকাশিত হতে পারে, তাদের ইন্তেকালের পরেও প্রকাশিত হতে পারে। কারণ কারামত একমাত্র আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। এতে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছার কোন প্রভাব নেই। আল্লাহ কখন কার মাধ্যমে কোন কারামতের প্রকাশ ঘটাবেন তিনিই ভালো জানেন। এক্ষেত্রে বান্দা শুধুমাত্র উপলক্ষ। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বেও যেমন আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছায় কারামত প্রকাশিত হয়, তেমনি মৃত্যুর পরেও আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতায় কারামত প্রকাশিত হতে পারে। *আল্লাহ তায়ালা চাইলে মৃত্যুর পরও রুহ, দেহ বা প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে কারামত সংঘটিত হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে মৃত্যুর পরও কবর থেকে কারো হাত বা সম্পূর্ণ দেহও বের হয়ে আসতে পারে। এটা কারামত হিসেবেও করতে পারেন আবার কোন কিছুই নিদর্শন হিসেবেও করতে পারেন। এর বেশ কিছু উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো অসম্ভব মনে করা মূলত হাদীসে বর্ণিত এ ধরনের রেওয়াজকে অসম্ভব মনে করারই নামান্তর।*

ইবনে তাইমিয়া রাহঃ এর বক্তব্য থেকেও বুঝা যায় যে আল্লাহ চাইলে মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ মানুষও চলে আসতে পারেঃ

ইবনে তাইমিয়া রাহঃ বলেন -

অনেককে দেখতে পাবে, তাদের নিকট কেউ ওলী বা বুজুর্গ হওয়ার মানদণ্ড হল, তাদের কাছ থেকে কিছু কাশফ প্রকাশিত হওয়া। অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক ঘটনা সংঘটিত হওয়া। যেমন, কারও দিকে ইঙ্গিত করলে সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করা। অথবা বাতাসে উড়ে মক্কায় বা অন্য কোথাও যাওয়া। অথবা কখনও পানির উপর হাটা। বাতাস থেকে পাত্র পানি দ্বারা পূর্ণ করা। অদৃশ্য থেকে টাকা-পয়সা এনে খরচ করা। অথবা হঠাৎ মানুষের চোখ থেকে অদৃশ্য হওয়া। অথবা তার অনুপস্থিতিতে কিংবা তার মৃত্যুর পরে তাকে কেউ ডাক দিলে উপস্থিত হওয়া এবং ঐ ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণ করা। মানুষের ছুরি হয়ে যাওয়া জিনিসের সংবাদ বলে দেয়া। অদৃশ্য কোন বিষয়ের বর্ণনা দেয়া। অসুস্থ কারও সম্পর্কে সংবাদ দেয়া। ইত্যাদি।

এগুলোর কোনটি সংগঠিত হওয়া কখনও এটা প্রমাণ করে না যে, এ ব্যক্তি আল্লাহর ওলী। বরং সমস্ত ওলী-বুজুর্গ এ বিষয়ে একমত যে, কেউ যদি বাতাসে উড়ে, পানির উপর চলে তাহলে দেখতে হবে, সে রাসূল স. এর প্রকৃত অনুসারী কি না? শরীয়তের প্রকাশ্য বিধি-বিধান সে অনুসরণ করছে কি না? যদি এগুলো না থাকে তাহলে তার মাধ্যমে ধোঁকায় পড়া যাবে না। *ওলীদের কারামত এসব বিষয় থেকে অনেক বড়।* এধরনের অস্বাভাবিক বিষয় যার থেকে প্রকাশিত হয়, সে কখনও আল্লাহর ওলী হতে পারে, আবার আল্লাহর শত্রুও হতে পারে। কেননা এধরনে বিষয় অনেক কাফের, মুশরিক, আহলে কিতাব ও মুনাফিক থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে। অনেক বিদয়াতী থেকে এগুলো প্রকাশিত হয়। কখনও এগুলো শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

সুতরাং এই ধারণা করা সমীচীন নয় যে, এধরনের কোন ঘটনা কারও থেকে প্রকাশিত হলেই সে আল্লাহর ওলী। বরং কোন ব্যক্তিকে তার গুণাবলী, কুরআন-সুন্নাহের অনুসরণের দ্বারা আল্লাহর ওলী গণ্য করা হবে। ইমানের নূর ও কুরআনের নূর দ্বারা তাদেরকে চেনা সম্ভব। এবং বাতেনী ইমানের হাকিকত দ্বারা তাদের বাস্তবতা অনুধাবন করা হয়। সেই সাথে প্রকাশ্য শরীয়তের বিধি-বিধান ওলী হওয়ার অপরিহার্য অংশ।

[মাজমুয়াতুল ফাতাওয়া, খ.১১, পৃ.২১৩]

ইবনে তাইমিয়া রহ. কিছু অস্বাভাবিক ঘটনার উদাহরণ দিয়েছেন, যেগুলো অপ্রাকৃতিক ঘটনা হিসেবে ঘটতে পারে। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, ওলীদের কারামত এসব উদাহরণ থেকেও অনেক বড়। ইবনে তাইমিয়া রহ. যেসব উদাহরণ দিয়েছেন, এর মাঝে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি উদাহরণ রয়েছে। সেটি হল, কোন মৃত ব্যক্তি উপস্থিত হওয়া। একজন মৃতব্যক্তি কারও সামনে উপস্থিত হওয়াটা সম্ভব। এটি কারামত হিসেবে যে কোন ওলীর ক্ষেত্রে ঘটতে পারে। এধরনের কারামত প্রকাশিত হওয়া শরীয়তে অসম্ভব নয়। বরং এর চেয়ে বড় কারামত সংঘটিত হতে পারে। ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট।

এবার নিকট অতীতের এ ধরনের একটি কারামত বর্ণনা করছি।

শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আজজাম রহ. তার আয়াতুর রহমান কিতাবের ১০২ নং পৃষ্ঠায় একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

## শহীদ হওয়ার তিন দিন পরে পিতার সাথে মুসাফাহা

ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ,

"আমার নিটক বিশিষ্ট মুজাহিদ ওমর হানিফ বর্ণনা করেছে, ১৯৮০ সালে রাশিয়া আফগানিস্তানে একটি বড় সেনাদল পাঠায়। তাদের সাথে সত্তরটি ট্যাং ছিল। সাথে বিপুল পরিমাণ অন্যান্য সমরাস্ত্র ছিল। এ সেনাদলকে বারটি হেলিকপ্টার নিরাপত্তা দিচ্ছিল। তাদের মোকাবেলায় ১১৫ জনের একটি মুজাহিদ বাহিনী অগ্রসর হয়। কাফেরদের সাথে প্রচণ্ড লড়াই হয়। অবশেষে শত্রু পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। মুজাহিদ বাহিনী তাদের ১৩ টি ট্যাং ধ্বংস করে। মুজাহিদদের মাঝে ৪ জন শাহাদাৎ বরণ করে। এদের মাঝে ইবনে জান্নাত গুল নামে এক ভাই ছিলেন। আমরা তাকে যুদ্ধের ময়দানে দাফন করে আসি। তিন দিন পরে আমরা সেখানে গিয়ে তাকে তার পিতার কবরস্থানে দাফনের জন্য স্থানান্তর করি। তার পিতা জান্নাত গুল এসে ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, " প্রিয় ছেলে !, তুমি যদি শহীদ হয়ে থাকো, তাহলে আমাকে তোমার শাহাদাতের একটি নিদর্শন দেখাও? হঠাৎ শহীদ ছেলেটি হাত বাড়িয়ে তার পিতার সাথে মুসাফাহা করল এবং তাকে সালাম দিল। এমনকি মুসাফাহা করে পনের মিনিট যাবৎ পিতার হাত ধরে রাখল। এরপর হাত তার ক্ষতস্থানে রাখল। শহীদের পিতা পরে বলেছেন, ছেলে মুসাফাহা করার সময় এতো জোরে চাপ দিচ্ছিল যে আমার হাত ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা হচ্ছিল। উমর হানিফ বলেন, এই ঘটনা আমি নিজের চোখে দেখেছি। [সূত্র : আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান, পৃ. ১০২-১০৩]

## যুক্তির মানদণ্ডে ঘটনাটির অবস্থানঃ

(৩) সৌদি ফতোয়া বোর্ডের মত - “তিনি (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু বকর (রা) এর জন্যে তাঁর হাত বাড়িয়ে দেন নি, উমার (রা) এর জন্যে দেন নি, অথবা অন্য কোন সাহাবীর জন্যেও না।”

আমাদের কথাঃ এ ধরনের খোড়া যুক্তির ক্ষেত্রে আমিন সফদর উকাড়বি রাহঃ আমিন বেগকে যে কথা বলেছিলেন আমি সেটুকুই উল্লেখ করছি -

“ আজব ব্যাপার। আপনি এখানে যুক্তি দিতে শুরু করলেন। আপনাকে প্রশ্ন করি, আপনি স্বপ্ন দেখেন কি না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দেখি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হুবহু সেগুলোই দেখেন যা নবি ও সাহাবীগণ দেখেছেন না কি এর চে’ বেশি দেখেন? ওহিদ সাহেব বললেন, এখানে নবি ও সাহাবীদের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক? আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা তাই স্বপ্নে দেখান। কখনও একটা ছোট্ট শিশুও স্বপ্ন



দেখে। সকালে বলে যে, আমি স্বপ্ন দেখেছি, আজ নানা এসেছে। বাস্তবেও ঐ দিন নানা এসে পড়লো। ফলে স্বপ্ন বাস্তব প্রমাণিত হলো। এই স্বপ্নকে কেউ এই বলে অস্বীকার করে না যে, পরিবারের বড়রা কেউ স্বপ্ন দেখলো না, একটা শিশু কীভাবে দেখলো?

দেখুন, হজরত মারইয়াম আ. আল্লাহর ওলি ছিলেন। তিনি মৌসুম ছাড়া ফল খাচ্ছিলেন। অথচ হজরত যাকারিয়া আ. আল্লাহর নবি হওয়া সত্ত্বেও তার নিকট ফল আসেনি। হজরত আয়েশা রা. নবিজি স. এর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তার কোন সন্তান হয়নি। এমনকি একটা কন্যা সন্তানও হয়নি। অথচ হজরত মারইয়াম আ. আল্লাহর ওলি হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে স্বামী ছাড়া পুত্র সন্তান দিয়েছেন। হজরত ইয়াকুব আ. প্রতিদিন নিজের মুখে হাত লাগিয়েছেন। চোখ ভালো হয়নি। অথচ হজরত ইউসুফ আ. এর শুধু জামার স্পর্শে চোখ সুস্থ হয়েছে। যেই বাতাস হজরত ইসা আ.এর সিংহাসন উড়িয়ে নিয়ে যেত, তাকে হিজরতের সময় আদেশ দেয়া হয়নি যে, রসুল স. কে এক মুহূর্তে মদিনায় পৌঁছে দাও। হজরত সুলাইমান আ. নবি হওয়া সত্ত্বেও বিলকিসের সিংহাসন এনেছিলো তাঁর এক সাহাবি। এগুলো সব আল্লাহর ইচ্ছা। তিনি চাইলে হাজার মাইল দূরের বাইতুল মুকাদ্দাস চোখের সামনে দেখতে পান। জান্নাত ও জাহান্নাম দেখতে পারেন। এর বিপরীতে হৃদায়বিয়া সন্ধির সময় উসমান গণি রা. এর শাহাদাতের মিথ্যা সংবাদ আসে। সংবাদটি যাচাইয়ের কোন মাধ্যম ছিলো না। একারণে রসুল স. উসমান রা. এর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বাইয়াত শুরু করে দিয়েছিলেন। হৃদায়বিয়া মক্কা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। আল্লাহর ইচ্ছায় শত মাইল দূরের জিনিস দেখলে পেলেও আল্লাহর ইচ্ছা না হওয়ার কারণে কয়েক মাইল দূরের বিষয় জানতে পারেননি। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা না হওয়ার কারণে সামান্য দূরে কূপের মধ্যে থাকা হজরত ইউসুফ আ. সম্পর্কে জানতে পারেননি। অথচ আল্লাহর ইচ্ছা হওয়ার কারণে মিশরে অবস্থিত হজরত ইউসুফ আ.এর জামার ঘ্রাণ কিনআনে পেয়েছেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি যে দুনিয়ার সবাইকে মুশরিক মনে করছেন, এ ব্যাপারে দ্বিতীয় বার চিন্তা করুন। আর অন্তর থেকে তওবা করুন।” (তাবলীগ বিরুদ্ধী অপপ্রচারের জবাব পৃ- ১৬)

[কৃতজ্ঞতায় শায়খ ইজহারুল ইসলাম আল-কাউসারী।

শায়খের কারামত সংক্রান্ত নোটগুলো এ লেখাটি প্রস্তুত করতে বেশ সহযোগিতা করেছে]

